তারিখ 15 OCT 2016
পৃষ্ঠা ৭ কলাম ১

দৈনিক

কাউখালীর ২৪ বিদ্যালয়ের ঝুঁকিপূর্ণ ভবনে পাঠদান

সৈয়দ বশির আহম্মেদ, কাউখালী (পিরোজপুর) ●

কাউখালী উপজেলার ২৪টি প্রাথমিক বিদ্যালয় ভবন ঝুঁকিপূর্ণ হয়ে পড়েছে। এর মধ্যে ৫টি খুবই ঝুঁকিপূর্ণ, যা পরিত্যক্ত ঘোষণা করা হয়েছে। জরাজীর্ণ হওয়ায় ভবনগুলো পাঠদানের অনুপযোগী হয়ে গেছে। বিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ জোড়াতালি দিয়ে এসব ভবনেই পাঠদান কার্যক্রম চালিয়ে যাচ্ছে। বিকল্প ভবন কিংবা বিকল্প কোনো ব্যবস্থা কর্তৃপক্ষ না করতে পারায় আতঙ্কের মধ্যে আছেন কোমলমতি শিক্ষার্থী, শিক্ষক ও অভিভাবকরা।

ঝুঁকিপূর্ণ ভবনগুলোর মধ্যে রয়েছে ১০নং আমরাজুড়ী সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়, ১৩নং গোপালপুর সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়, ১৫নং পশ্চিম মাগুরা সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়, ১৮নং পূর্ব আমরাজুড়ী সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়, ২১নং কেউন্দিয়া সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়, ২৪নং বাশুরী সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়, ৪৪নং দক্ষিণ-পূর্ব জিবগা সাতুরিয়া সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়, ৪৬নং দক্ষিণ শিয়ালকাঠী সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়, ৩৫নং কেশরতা সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়, ৪৮নং দত্তেরহাট সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়, ৪৯নং উত্তর হোগলা সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়, ২৫নং কাঁঠালিয়া সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়, ৩৯নং জোলাগাতী সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়, ৪০নং সাপলেজা সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়, ৪১নং দক্ষিণ-পূর্ব জোলাগাতী সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়, ৪২নং পূর্ব শিয়ালকাঠী সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়, ৫০নং জিবগা সাতুরিয়া সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়, ৫১নং মধ্য গোয়ালতা সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়, ৫৪নং মধ্য জোলাগাতী সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়, ৫৫নং আ: রহমান সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়, ৫৭নং কাজী হারুন সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়, ৬২নং মধ্য জোলাগাতী আদর্শ সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়, ৬৩নং মধ্য চিরাপাড়া সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়।

ঝুঁকিপূর্ণ এসব বিদ্যালয়ে শ্রেণিকক্ষ ও টয়লেট সমস্যা রয়েছে। এ ছাড়া বর্ষা মৌসুমে জোয়ারের পানিতে মাঠ তলিয়ে থাকে। ৪১নং দক্ষিণ-পূর্ব জোলাগাতী সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়টিতে ইউপি নির্বাচনী সহিংসতার জেরে দুর্বৃত্তরা আগুন দিয়ে পুড়িয়ে দেওয়া হয়েছিল। ওই অবস্থায় সেটিতে পাঠদান কার্যক্রম চলছে। শিয়ালকাঠী হাজিবাড়ী সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের পাঠদান দীর্ঘদিন পুকুরের সিঁড়িতে করা হয়। বর্তমানে একটি টিনশেডের খোলাঘরে পাঠদান করা হচ্ছে। ৬২নং মধ্য জোলাগাতী আদর্শ সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের পাঠদান একটি ঝুঁকিপূর্ণ কাঠের ঘরে নেওয়া হলেও স্বাভাবিক জোয়ারে পানিতেই তা তলিয়ে যায়।

এদিকে উপজেলার ৬৪টি সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের মধ্যে ১৯টিতে প্রধান শিক্ষক এবং ৩৬ জন সহকারী শিক্ষকের পদ শূন্য রয়েছে।

এ ব্যাপারে উপজেলার ভারপ্রাপ্ত প্রাথমিক শিক্ষা কর্মকর্তা মো. জাবেদ হোসেন জানান, নতুন নিয়োগের মাধ্যমে শিক্ষক ও পরবর্তীতে অন্যান্য সমস্যার সমাধান করা হবে। এ ছাড়া ঝুঁকিপূর্ণ ভবনগুলো দ্রুত সংস্কার করার জন্য ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষকে অবহিত করা হয়েছে।